

# মিলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে মক্কা-মদিনার

## প্রাচীন ৪টি ফতোয়া

আল্লামা আবদুর রহীম তুর্কমানী (রহঃ) ১২৮৮ হিজরী সনে মক্কা ও মদিনা এবং জিদ্দা ও হাদীদার উলামায়ে কেরামের দ্বারা মিলাদও কিয়াম সম্পর্কে একটি ফতোয়া লিখিয়ে হিন্দুস্তানে নিয়ে আসেন এবং নিজ গ্রন্থ “রওয়াতুন নাঈম”-এর শেষাংশে ছেপে প্রকাশ করেন। [আন্ওয়ারে ছাতেয়া দেখুন] উক্ত ফতোয়া নিম্নরূপ :

سؤال : ما قولكم رَحِمَكُمُ اللهُ فِي أَنْ ذَكَرَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً مَعَ تَعْيِينِ الْيَوْمِ وَتَزْيِينِ الْمَكَانِ وَاسْتِعْمَالِ الطِّيبِ وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَأَطْعَامِ الطَّعَامِ لِلْمُسْلِمِينَ هَلْ يَجُوزُ وَيُثَابُ فَاعِلُهُ أَمْ لَا - بَيِّنُوا تَوْجَرُوا -

**প্রশ্ন :** আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমত আপনাদের উপর বর্ষিত হোক। নিম্ন বর্ণিত বিষয়ে আপনাদের অভিমত ও ফতোয়া কী?

“মিলাদ শরীফ পাঠ করা- বিশেষ করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জন্ম বৃত্তান্ত পাঠকালে কিয়াম করে সম্মান প্রদর্শন করা, মিলাদের জন্য দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা, মিলাদ মজলিসকে সাজানো, আতর গোলাব ও খুশ্বু ব্যবহার করা, কুরআন শরীফ হতে সূরা ক্বেরাত পাঠ করা এবং মুসলমানদের জন্য খানাপিনা (তাবাররুক) তৈরী করা- এইভাবে অনুষ্ঠান করা জায়েয কিনা এবং অনুষ্ঠানকারীগণ এতে সাওয়াবের অধিকারী হবেন কিনা? বর্ণনা করে আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কৃত হোন”।

-আবদুর রহীম তুর্কমানী-হিন্দুস্তান, ১২৮৮ হিজরী

মক্কা শরীফের ফতোয়াদাতা মুফতীগণের জবাব ও ফতোয়া

جواب علماء مكة معظمة تلخيصاً :  
اعلم أن عمل المولد الشريف بهذه الكيفية المذكورة مستحسن مستحب - فالتنكير لهذا مبتدع لأنكاره على شيء حسن عند الله

وَالْمُسْلِمِينَ - كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَرَّاهُ  
 الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ - وَالْمُرَادُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ  
 كَمَلُوا الْإِسْلَامَ كَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَعُلَمَاءِ الْعَرَبِ وَالْبَصْرِ وَالشَّامِ  
 وَالرُّومِ وَالْأَنْدَلُسِ وَكُلُّهُمْ رَأَوْهُ حَسَنًا مِنْ زَمَانِ السَّلْفِ إِلَى الْآنِ -  
 فَصَارَ الْأَجْمَاعُ - وَالْأَمْرُ الَّذِي ثَبَتَ بِالْأَجْمَاعِ فَهُوَ حَقٌّ لَيْسَ  
 بِضَلَالٍ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى  
 ضَلَالَةٍ - فَعَلَى حَاكِمِ الشَّرْعِ تَعْزِيرٌ مُنْكَرِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

**অনুবাদ :** “জেনে নিন- উপরে বর্ণিত নিয়মে (কিয়ামসহ) মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করা মোস্তাহসান ও মোস্তাহাব। আল্লাহ ও সমস্ত মুসলমানদের নিকট ইহা উত্তম। ইহার অস্বীকারকারীগণ বিদ্‌আতপন্থী ও গোমরাহ্। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হযুর (দঃ)-এর হাদীসে আছে-

“মুসলমানগণ যে কাজকে পছন্দনীয় বলে বিবেচনা করেন- তা আল্লাহর নিকটও পছন্দনীয়”। -[মুসলিম শরীফ]

এখানে মুসলমান বলতে ঐ সমস্ত মুসলমানকে বুঝায়- যারা কামেল মুসলমান। যেমন- পরিপূর্ণ আমলকারী উলামা, বিশেষ করে আরবদেশ, মিশর, সিরিয়া, তুরস্ক ও স্পেন- ইত্যাদি দেশের উলামাগণ সলফে সালাহীনদের যুগ থেকে অদ্যাবধি (১২৮৮ হিঃ) সকলেই মিলাদও কিয়ামকে মোস্তাহসান, উত্তম ও পছন্দনীয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। সর্বযুগের উলামাগণের স্বীকৃতির কারণে মিলাদও কিয়ামের বিষয়টি “ইজমায়ে উম্মত” হিসাবে গণ্য হয়েছে। ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে কোন বিষয় বরহক। উহা গোমরাহী হতে পারে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- “আমার উম্মত গোমরাহ বিষয়ে একমত হতে পারে না”। [আল-হাদীস]

সুতরাং, যারা মিলাদ ও কিয়ামকে অস্বীকার করবে-শরিয়তের বিচারকের উপর তাদেরকে যথায়থ শাস্তি প্রদান করা ওয়াজিব”। [ফতুয়া সমাণ্ড]

**মক্কা শরীফের ফতোয়াদাতা মুফতীগণের স্বাক্ষর ও সীলমোহর**

- ১। আল্লামা আবদুর রহমান সিরাজ।
- ২। আল্লামা আহমদ দাহলান।
- ৩। আল্লামা হাসান।
- ৪। আল্লামা আবদুর রহমান জামাল।
- ৫। আল্লামা হাসান তৈয়ব।
- ৬। আল্লামা সোলায়মান ঈছা।

- ৭। আল্লামা আহমাদ দাগেস্তানী।
- ৮। আল্লামা আবদুল কাদের শামছ।
- ৯। আল্লামা আবদুর রহমান আফেন্দী।
- ১০। আল্লামা আহমাদ আবুল খায়ের।
- ১১। আল্লামা আবদুল কাদের সানখিনী।
- ১২। আল্লামা মুহাম্মদ শারকী।
- ১৩। আল্লামা আবদুল কাদের খোকীর।
- ১৪। আল্লামা ইবরাহীম আলফিতান।
- ১৫। আল্লামা মুহাম্মদ জারুল্লাহ্।
- ১৬। আল্লামা আবদুল মোত্তালিব।
- ১৭। আল্লামা কামাল আহমাদ।
- ১৮। আল্লামা মুহাম্মদ ছায়ীদ আল আদীব।
- ১৯। আল্লামা আলী জাওদাহ্।
- ২০। আল্লামা সৈয়দ আবদুল্লাহ কোশেক।
- ২১। আল্লামা হোসাইন আরব।
- ২২। আল্লামা ইবরাহীম নওমুছী।
- ২৩। আল্লামা আহমদ আমীন।
- ২৪। আল্লামা শেখ ফারুক।
- ২৫। আল্লামা আবদুর রহমান আযমী।
- ২৬। আল্লামা আবদুল্লাহ্ মাশশাত।
- ২৭। আল্লামা আবদুল্লাহ কুন্ম্বাশী।
- ২৮। আল্লামা মুহাম্মদ বা-বাসীল।
- ২৯। আল্লামা মুহাম্মদ সিয়ুনী।
- ৩০। আল্লামা আলী আমেছী।
- ৩১। আল্লামা মুহাম্মদ সালাহ জাওয়ারী।
- ৩২। আল্লামা আবদুল্লাহ জাওয়ারী।
- ৩৩। আল্লামা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ।
- ৩৪। আল্লামা আহমদ আল মিন্হিরাভী।
- ৩৫। আল্লামা সোলায়মান উক্বা।
- ৩৬। আল্লামা সৈয়দ শাত্বী ওমর।
- ৩৭। আল্লামা আবদুল হামিদ দাগেস্তানী।
- ৩৮। আল্লামা মুস্তাফা আফীফী।
- ৩৯। আল্লামা মানসুর।
- ৪০। আল্লামা মিনশাবী।
- ৪১। আল্লামা মুহাম্মদ রাযী।

# মদিনা শরীফের ফতোয়াদাতা মুফতীগণের

## জবাব ও ফতোয়া

جَوَابُ عُلَمَاءِ مَدِينَةِ مَنْوَرَةٍ تَلْخِيصًا :

اعْلَمُ أَنَّ مَا يُصْنَعُ مِنَ الْوَلَائِمِ فِي الْمَوْلِدِ الشَّرِيفِ وَقِرَاءَتِهِ بِحَضْرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْفَاقِ الْمُبْرَاتِ وَالْقِيَامِ عِنْدَ ذِكْرِ وَلَاذَةِ الرَّسُولِ الْأَمِينِ وَرَشِّ مَاءِ الْوَرْدِ وَإِنْقِيَادِ الْبُخُورِ وَتَرْثِيَنِ الْمَكَانِ وَقِرَاءَةِ شَيْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَظْهَارِ الشَّرُورِ - فَلَا شُبْهَةَ فِي أَنَّهُ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَفَضِيلَةٌ مُسْتَحْسَنَةٌ - فَلَا يُنْكَرُهَا إِلَّا مُبْتَدِعٌ - لِاسْتِمَاعِ بِقَوْلِهِ - بَلْ عَلَى حَاكِمِ الْإِسْلَامِ أَنْ يُعَزِّرَهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ -

**অনুবাদ :** “জেনে রাখুন- মিলাদ মাহফিলে যা কিছু করা হয়- যেমন যিয়াফত দেয়া, মুসলমানদের উপস্থিতিতে ছয়ুরের জন্ম বৃত্তান্ত পেশ করা, উত্তম জিনিস দান করা, রাসুল আল-আমীনের (দঃ) বেলাদাত শরীফ বর্ণনাকালে কিয়াম করা, গোলাব ছিঁটানো, সুগন্ধি জ্বালানো, মজলিস সাজানো, কুরআন মজিদ থেকে পাঠ করা, নবীজীর উপর দরুদ ও সালাম পেশ করা, আনন্দ ও খুশীর বহিঃপ্রকাশ করা- ইত্যাদি নিঃসন্দেহে সুন্নাতে হাসানাহর অন্তর্ভুক্ত এবং মোস্তাহাব। ইহার উত্তম ফযিলত রয়েছে। একমাত্র বিদ্আতপন্থী গোমরাহ লোক ছাড়া অন্য কেউ ইহা অস্বীকার করতে পারে না। তাদের কথায় কেউ কর্ণপাত করবেনা। তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকের উপর ওয়াজিব। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞানের আঁধার। আল্লাহপাক আমাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের উপর অজস্র রহমত বর্ষণ করুন”। [ফতোয়া সমাপ্ত]

# মদিনা মোনাওয়ারার ফতোয়াদাতা মুফতীগনের স্বাক্ষর ও সীলমোহর

- ১। আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন।
  - ২। আল্লামা জাফর হোসাইনী বারজিজি।
  - ৩। আল্লামা আবদুল জাববার।
  - ৪। আল্লামা সৈয়দ জামালুদ্দীন।
  - ৫। আল্লামা ইবরাহীম বিন খিয়ার।
  - ৬। আল্লামা সৈয়দ ইউসুফ।
  - ৭। আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ আলী।
  - ৮। আল্লামা সৈয়দ আবদুল্লাহ ইবনে সৈয়দ আহমদ।
  - ৯। আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ রিফায়ী।
  - ১০। আল্লামা ওমর ইবনে আলী।
  - ১১। আল্লামা আলী হারিরী।
  - ১২। আল্লামা সৈয়দ মোস্তফা।
  - ১৩। আল্লামা আহমদ সিরাজ।
  - ১৪। আল্লামা হাসান আদীব।
  - ১৫। আল্লামা আবুল বারাকাত।
  - ১৬। আল্লামা আবদুল কাদের মাশশাত।
  - ১৭। আল্লামা সাইয়েদ আলম।
  - ১৮। আল্লামা আহমাদ হাবাশী।
  - ১৯। আল্লামা মুহাম্মদ নূর সোলায়মানী।
  - ২০। আল্লামা আবদুর রহিম বারয়ী।
  - ২১। আল্লামা মোহাম্মদ ওসমান কুর্দী।
  - ২২। আল্লামা কাশেম।
  - ২৩। আল্লামা আবদুল আজিজ হাশেম।
  - ২৪। আল্লামা ইউসুফ রাবী।
  - ২৫। আল্লামা মোহসেন।
  - ২৬। আল্লামা মুবারক ইবনে ছায়ীদ।
  - ২৭। আল্লামা হামেদ।
  - ২৮। আল্লামা হাশেম ইবনে হাসান।
  - ২৯। আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনে আলী।
  - ৩০। আল্লামা আবদুর রহমান সফদী।
- (১২৮৮ হিজরী)

জিদ্দা শরীফের ফতোয়াদাতা মুফতীগণের জবাব ও ফতোয়া

جَوَابُ عُلَمَاءِ جَدَّةِ تَلْخِيصًا :

إِعْلَمَ أَنَّ ذِكْرَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الصُّورَةِ  
الْمَجْمُوعَةِ الْمَذْكُورَةِ بَدْعَةٌ حَسَنَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ شَرْعًا لَا يَنْكُرُهَا  
الْأَمَنُ فِي قَلْبِهِ شُعْبَةٌ مِّنْ شِعْبِ النِّفَاقِ وَكَيْفَ يَسْتَوْعُ لَهُ ذَلِكَ مَعَ  
قَوْلِهِ تَعَالَى "وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ"  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

**অনুবাদ :** “জেনে রাখুন- প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে (কিয়ামসহ) মিলাদুন্নবী মাহফিল ও আলোচনা অনুষ্ঠান শরিয়ত অনুযায়ী বিদআতে হাসানা- অর্থাৎ মোস্তাহাব। যার অন্তরে মোনাফিকির অংশ আছে- সে ছাড়া অন্য কেউই মিলাদ শরীফকে অস্বীকার করতে পারেনা। আর অস্বীকার করাই বা কিভাবে তার পক্ষে সম্ভব- যেখানে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে ইরশাদ করেছেন- “যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের সম্মান প্রদর্শন করবে-তাদের অন্তরে তাকওয়া পয়দা হবে”। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞানের আঁধার।” (মিলাদ শরীফ আল্লাহর নিদর্শন স্বরূপ)। [ফতোয়া সমাপ্ত]

জিদ্দার ফতোয়াদাতা মুফতীগণের স্বাক্ষর ও সীলমোহর

- ১। আল্লামা আলী ইবনে আহমদ বা-সীরীন।
- ২। আল্লামা আববাছ ইবনে জাফর ইবনে সিদ্দীক।
- ৩। আল্লামা আহমদ ফাত্তাহ।
- ৪। আল্লামা মোহাম্মদ সোলায়মান।
- ৫। আল্লামা আহমাদ আববাস।
- ৬। আল্লামা মুহাম্মদ সালেহ।
- ৭। আল্লামা আহমাদ ওসমান।
- ৮। আল্লামা ইবনে আজলান।
- ৯। আল্লামা মুহাম্মদ সাদ্কাহ।
- ১০। আল্লামা আবদুর রহিম ইবনে মুহাম্মদ।

(১২৮৮ হিজরী)

## হাদীদার ফতোয়াদাতা মুফতীগণের জবাব ও ফতোয়া

جَوَابُ عُلَمَاءِ حَدِيثِهِ :

قِرَاءَةُ الْمَوْلِدِ الشَّرِيفِ مَعَ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ جَائِزَةٌ بَلْ مُسْتَحَبَّةٌ  
يُثَابُ فَاعِلُهَا - فَقَدْ أَلْفَ فِي ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ وَحَثُّوا عَلَى فِعْلِهِ -  
وَقَالُوا لَا يُنْكَرُهَا إِلَّا مُبْتَدِعٌ - فَعَلَى حَاكِمِ الشَّرِيعَةِ أَنْ يُعَزِّرَهُ -

**অনুবাদ :** “প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে (কিয়ামসহ) মিলাদ শরীফ পাঠ করা শুধু জায়েযই নয়- বরং মোস্তাহাবও বটে। মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ অবশ্যই সাওয়াবের অধিকারী হবেন। উলামায়ে কেলাম মিলাদ শরীফের বৈধতার উপর বহু কিতাব রচনা করেছেন এবং (কিয়ামসহ) মিলাদ শরীফের আমল করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন- একমাত্র বিপথগামী বেদআতী লোক ছাড়া অন্য কেউই মিলাদ শরীফকে অস্বীকার করতে পারেনা। শরিয়তের শাসকের উপর অস্বীকারকারীকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব।” [ফতোয়া সমাণ্ড]

## হাদীদার ফতোয়াদাতা মুফতীগণের দস্তখত ও সীলমোহর

- ১। আল্লামা আলী শামী।
- ২। আল্লামা ছালেম আবেশ।
- ৩। আল্লামা আলী ইবনে আবদুল্লাহ।
- ৪। আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম হোশায়রী।
- ৫। আল্লামা আলী আতহান।
- ৬। আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ।
- ৭। আল্লামা ইয়াহুইয়া ইবনে মোকাররম।
- ৮। আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে দাউদ ইবনে আবদুর রহমান।
- ৯। আল্লামা আলী ইবনে ইবরাহীম জোবায়দী। [১২৮৮ হিজরী]  
(বিস্তারিত তথ্য দেখুন ফতোয়াউল হারামাঈন- মম সম্পাদিত)  
দ্রষ্টব্য : ফতোয়াদাতা মুফতীগণের সর্বমোট সংখ্যা ৯০ জন।

তথ্যপঞ্জী : আনুওয়ারে ছাতেয়া কৃত আল্লামা আবদুছ ছামী রামপুরী (রহঃ) -ইণ্ডিয়া।

অনুবাদ : অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল (এমএ.বিসিএস)

জানুয়ারী-২০০৫ইং